অবক্ষয়ের শেষপ্রান্তে টিভিপ্রজন্ম

উত্তরণের পথ ও পাথেয়

ডা. মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

ডা. মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম

অবক্ষয়ের শেষপ্রান্তে টিভিপ্রজন্ম
উত্তরণের পথ ও পাথেয়

অনুবাদ : ইযাযুল হক

সম্পাদনা
মুফতী মুহাম্মাদ যাকারিয়া আল-আযহারী
মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

অবক্ষয়ের শেষপ্রান্তে টিভিপ্রজন্ম

উত্তরণের পথ ও পাথেয়

মূল	ডা. মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম
অনুবাদ	ইযাযুল হক
সম্পাদনা	মুফতি মুহাম্মাদ যাকারিয়া আল-আযহারী
প্রথম প্রকাশ	এপ্রিল ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব	প্রকাশক
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯
অনলাইন পরিবেশক	**রকমারি ডট কম** **যোগাযোগ :** 16297 / 01519-521971

মূল্য : ৩০০.০০ (তিনশো) টাকা

TV PROJONMO

Written by : Dr. Md. Ismail Al-Mukaddam, Translated by : Ezazul Haque
Published by : Rahnuma Prokashoni. Price : Tk. 300.00, US $ 12.00 only.

ISBN : 978-984-33-3778-8

E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ রহ.
(১৯২০-২০১৩ খৃ.)

–শাইখুল হাদীস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া

যাঁর ভালোবাসাসিক্ত স্মৃতিগুলি আমাকে কাঁদায়।
আজ বড্ড মনে পড়ে! বড্ড মনে পড়ে প্রিয়
উস্তাদজীকে!

আল্লাহ! তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন।
আমীন!

–অনুবাদক

লেখক পরিচিতি

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম। আরববিশ্বের প্রখ্যাত দাঈ, বাগ্মী বক্তা, প্রাজ্ঞ গবেষক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। *আদ-দাওয়াতুস সালাফিয়া* আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ১৯৫২ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায়। মিসরের আনসার আস-সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়া গ্রুপের পরিচালনাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন এবং মানসিক স্বাস্থ্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

পাশাপাশি তিনি দীনি শিক্ষাও চালু রাখেন। পরবর্তীতে তিনি মিশরের বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদ থেকে ইসলামী শরীয়াহ ও আইন-বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায, শায়খ আবদুর রয্যাক আফিফী, শায়খ রাশেদ গানিম, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, ইবনুল উসাইমিন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে গিয়ে দীনি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গভীরতাকে সমৃদ্ধতর ও গভীরতর করে তোলেন।

বর্তমান মুসলিমসমাজকে শিরক-বিদআত, জড়বাদী চিন্তা-চেতনা ও আধুনিক আবিষ্কারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে *আদ-দাওয়াতুস সালাফিয়া* নামে একটি দাওয়াতী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহান

দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করতে তিনি আরব, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করেন। এই দশকের শুরুতে মিসরে ইসলামী বিপ্লবের প্রাক্কালে তাঁর এই সংঘটন *ইখওয়ানুল মুসলিমিন*-এর সরকার গঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কুরআনি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে জনমত গঠন করে।

সৃষ্টিশীল ও গবেষণালব্ধ রচনাসম্ভারের মাধ্যমে তিনি সেই দাওয়াতকে আরও প্রসারতা দান করেন। *আল-লিহয়াতু লিমাযা*, *আল-হিজাবু লিমাযা*, *আল-মাহদী*সহ প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ নিয়ে গঠিত তাঁর বিস্ময়কর রচনাসম্ভার।

তিনি আরববিশ্বের একজন নন্দিত বাগ্মী বক্তাও বটে। দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ভ্রমন, বক্তৃতা, লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি চালু রাখেন দীনি ইলম পাঠদানও। বর্তমানে তিনি মসজিদে ইমাম আবু হানীফা, লা-ভিজন স্ট্রিট, বল্কলি, আলেকজান্দ্রিয়ায় অধ্যাপনার খেদমতে নিয়োজিত আছেন। আমরা মহামতি লেখকের নেক হায়াত কামনা করি।

গ্রন্থনা
আহমাদ বিন নূরুল ইসলাম

অনুবাদকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মিশরের প্রসিদ্ধ লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ডা. মুহাম্মদ ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম-এর আলোচিত গ্রন্থ *আল-ইজহায়ু আলাত-তিলফায* এর বাংলা অনুবাদ। টিভি-সিরিয়ালের আসক্তি কীভাবে দূর করা যায়—এ গ্রন্থে সে গবেষণাই চালিয়েছেন মানসিক স্বাস্থ্যে উচ্চতর ডিগ্রিধারী এ ডাক্তার। ইসলামী শরিয়ার আলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি বাতলে দিয়েছেন তা থেকে উত্তরণের পথ ও পাথেয়। জবাব দিয়েছেন বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের।

লেখকের বর্ণনাশৈলী অদ্ভুদ সুন্দর। টেলিভিশনের নানাদিক ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি বিচিত্র এক নান্দনিক উপস্থাপনায়। বিভিন্ন বিশ্লেষণে বিশেষায়িত করে নেতিবাচক দিকগুলোর ওপর চমৎকার আলোচনা যে কোনো পাঠকেরই নজর কাড়ে। শব্দের গাঁথুনি, বাক্যের বুনন ও সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ লেখকের সৃজনশীল ভাষ্যিক প্রতিভায় একজন অনুবাদক হিসেবে সত্যিই আমি মুগ্ধ; বিমোহিত। তা ছাড়া গ্রন্থের পাতায় পাতায় আলো ছড়ানো লেখকের আধ্যাত্মিক শক্তি সবশ্রেণির পাঠককেই দীপিত করবে নিশ্চয়।

দুই.

ভারতীয় সিরিয়ালগুলো আমাদের দেশে মহামারী আকার ধারণ করেছে। পারিবারিক কলহ, সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন থেকে শুরু করে আত্মহনন পর্যন্ত—কী হচ্ছে না এর সংক্রমণে?

মুসলিম মা-বোনরা যেভাবে এসব সিরিয়ালের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন, উদ্ভট কাল্পনিক কিছু চরিত্রের প্রতি তারা যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তাতে মনে হয়, আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যেমন প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, তেমনি প্রয়োজন আক্রান্ত জাতির ব্যাপক আত্মসচেতনতা। নিজেদের পঁচন ও অধঃপতন অনুধাবন করে তা থেকে বেরিয়ে আসা এখন সময়ের দাবি। এ দাবিকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে, নিজেদের মধ্যে সুস্থ মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে চাইলে এবং সর্বোপরি একটি সুন্দর সুখময় জীবন পেতে চাইলে এ গ্রন্থটি অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে।

তা ছাড়া এ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়াবলি নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি-আসক্তির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইন্সটাগ্রামসহ কত বিচিত্র নেশায় আক্রান্ত আজকের তারুণ্য। টেলিভিশনের মতো এসবেও রয়েছে লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেষ। এসব প্রযুক্তিকে ইসলামনির্দেশিত পন্থায় মানব-কল্যাণে ব্যবহার করার পর্যাপ্ত ধারণা দিবে এ গ্রন্থটি। সবশ্রেণির পাঠককেই গ্রন্থটি নাড়া দেবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

তিন.

এবার আসি অনুবাদ প্রসঙ্গে। মূল গ্রন্থটি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ মাওলানা হাফেজ যাকারিয়া আল-আযহারী দা. বা.। তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস ও আরবী পত্রিকা *আন-নূর* এর প্রধান সম্পাদক। তার সরাসরি তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় গ্রন্থটি অনুবাদ করার সৌভাগ্য হয় আমার। এ জন্যে তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। আরও একজন প্রিয় মানুষের ঋণ স্বীকার করতেই হয়, যাঁর হাত ধরে আমার আরবী অনুবাদের হাতেখড়ি। যাঁর অনুগ্রহের শীতল ছায়ায় দীর্ঘ চার বছর ধরে *আন-নূর* পত্রিকার সম্পাদনা-সহযোগীর কাজ করে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। যাঁর পরম মমতায় সিক্ত হয়ে

অনেক কিছুই অর্জন করেছি। সে সবের ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বলছিলাম *আন-নূর*-এর সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাভাজন সুসাহিত্যিক মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহর কথা। আল্লাহ তাআলা উভয়কে উত্তম বিনিময় দান করুন।

এটি আমার প্রকাশিত প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। নবীন হিসেবে একজন বড়মাপের লেখকের গ্রন্থ অনুবাদ করতে স্বাভাবিকভাবেই বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ করার চেষ্টা করেছি। তবে অনুবাদের গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে গ্রন্থটিকে পাঠকের জন্যে সুখপাঠ্য করে তোলার বিষয়টিই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে পাঠক এটিকে মৌলিক রচনা হিসেবেই ভাবতে পারেন। তবে অনুবাদক হিসেবে এ প্রয়াসে কতটুকু স্বার্থক, বিজ্ঞ পাঠকই সে বিচার করবেন। তবে আমার পক্ষ থেকে শুধু এটুকু বলতে পারি, লেখকের ভাব-ভাষা তুলে আনতে চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না।

প্রাথমিক পর্যায়ে *টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত* নামটি থাকলেও সার্বিক বিবেচনায় আমরা তাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। পরে সকলের পরামর্শে গ্রন্থটির একটি যুতসই নাম বেরিয়ে আসে। *অবক্ষয়ের শেষপ্রান্তে টিভি প্রজন্ম : উত্তরণের পথ ও পাথেয়*। নামটি আশা করি, বিষয়বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম।

আরেকটি কথা না বললেই নয়, গ্রন্থটি অনুবাদের পর থেকে আমরা বিভিন্নভাবে লেখক মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনেক অপেক্ষার পরও কোনোভাবেই তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। জানা গেছে, তিনি মিশর সরকারের রোষানলে পড়ে খুবই কঠিন সময় পার করছেন। ফলে লিখিত অনুমতি নেওয়ার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েই গেল। তবে সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে, আগামী সংস্করণগুলোতে যেন এ ব্যাপারে পাঠকদের কোনো সুসংবাদ দিতে পারি। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

চার.

অনুবাদ করার পর *টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত* শিরোনামে গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে ইসলামী পত্রিকা *মাসিক আত-তাওহীদ*-এ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক প্রিয় ভাই মু. সগীর আহমদ চৌধুরী গ্রন্থটির রেফারেন্সসমূহ আধুনিক রেফারেন্সরীতির আলোকে সম্পাদনা করে দেন। এ জন্যে পত্রিকার সম্পাদক ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন দা. বা. ও সগীর ভাইয়ের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দেশের খ্যাতনামা ইসলামী পাবলিকেশন্স *রাহনুমা প্রকাশনী*র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী তরুণ উদ্যোক্তা মাহমুদুল ইসলাম ভাইয়ের উদারতার ফলেই আমার মতো এক নগন্যের কোনো কাজ আলোর মুখ দেখছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

বইটির প্রুফ দেখার কাজে অংশ নিয়েছেন আমার দুই সাহিত্যবন্ধু আহমদ বিন নুরুল ইসলাম ও মুনিরুল্লাহ রাইয়ান। কম্পোজের কাজটি অনেকাংশেই করেছেন ছোটভাই আয়াতুল্লাহ। এ ছাড়াও যাদেরই সর্বাত্মক সহযোগিতায় এ খেদমত আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয়েছে, সবার প্রতি রইল নিরন্তর ভালোবাসা ও অনিঃশেষ শুভকামনা। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পরিশেষে, আল্লাহর তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠকমহল সবাইকে উভয়জাহানে উপকৃত হওয়ার ভরপুর তাওফীক দান করেন। আমীন।

শুভকামনায়
ইযাযুল হক
২ জানুয়ারি ২০১৮
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

সূচিবিন্যাস

অবতরণিকা—১৯

১. রুপোলি বাছুর—২৬
২. অপরাধ ইনস্টিটিউট—৩০
৩. চরিত্র কলুষিতকারী—৩৩
৪. পরিবার-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র—৩৫
টেলিভিশন যেভাবে দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে—৩৬
৫. পর্দা-ছিন্নকারী—৪২
৬. আত্মমর্যাদা-বিনাশী—৫৪
৭. লজ্জা ভস্মকারী—৫৬
৮. পবিত্রতার কসাইখানা এবং মর্যাদার বিস্ফোরক—৬০
৯. শয়তানের দস্তরখান—৬১
১০. শারীরিক সুস্থতার শত্রু—৬২
১১. ক্যান্সার-ভরা-পর্দা—৬৪
১২. স্বাদের বিষ—৬৫
১৩. ভ্রূণ বিকৃতিকারী—৬৫
১৪. আত্মিক সুস্থতার শত্রু—৬৬
১৫. নিদ্রার শিক্ষক ও নেতিবাচক চিন্তার অধ্যাপক—৬৭
১৬. বিংশ শতাব্দীর ভূত—৬৮
১৭. বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্র—৬৯
১৮. গোল-উম্মাদনার ট্যাবলেট—৭৩
১৯. বৈদ্যুতিক ঔপনিবেশিক ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দূত—৮০

২০. আল্লাহর পথের ডাকাত—৮৩
আল্লাহর পথে এ দস্যিপনা ও ডাকাতির কিছু নমুনা—৮৪
২১. জাহান্নামে আহ্বানকারী মিম্বার—৮৬
২২. এ যুগের কানা দাজ্জাল!—৮৯
২৩. মগজ ধোলাইকারী—৯১
২৪. হৃদয়ের আলো নির্বাপণকারী—৯৪
২৫. তৃতীয় অভিভাবক—১০৪
হতভাগা টেলিভিশনপ্রজন্ম—১০৮
শিশুমনে টেলিভিশনের মনস্তাত্ত্বিক, চারিত্রিক ও সামাজিক প্রভাব—১১০
টেলিভিশন নীতিবোধের মূলোৎপাটন করে—১১৪
হতভাগা টেলিভিশন-প্রজন্মের দৃষ্টিতে আদর্শ ব্যক্তিত্ব—১১৪
২৬. জন্মস্বভাব বিকৃতিকারী—১১৬
আরবীকরণ, না পশ্চিমাকরণ ও জাতির অধঃপতন?!—১২০
ইসলামী শরীয়তে টেলিভিশনের হুকুম—১২১
টেলিভিশন দেখা ও শোনার মাধ্যম হওয়ায় তা কেনাও হারাম—১২৬
টেলিভিশন বিবেকের কাটগড়ায়—১৩০
কিছু সংশয় এবং এর অপনোদন—১৩৫
প্রথম সংশয়—১৩৬
অপনোদন—১৩৬
দ্বিতীয় সংশয়—১৩৭
অপনোদন—১৩৭
তৃতীয় সংশয়—১৩৮
অপনোদন—১৩৮
চতুর্থ সংশয়—১৪০

অপনোদন—১৪০
পঞ্চম সংশয়—১৪১
অপনোদন—১৪১
ষষ্ঠ সংশয়—১৪২
অপনোদন—১৪২
তারবিয়াতী নির্দেশনা—১৪৯
ফেতনার উৎসমুখ বন্ধকরণ—১৫২
টেলিভিশন-সমস্যার সমাধান—১৫৫
কবর থেকে পাঠানো চিঠি—১৫৭

অবক্ষয়ের শেষপ্রান্তে টিভিপ্রজন্ম

উত্তরণের পথ ও পাথেয়

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি মানবতার মুক্তির পথ ইসলাম দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। সমস্ত কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্যে, যিনি অগণিত নেয়ামত-প্রাচুর্যে আমাদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমার এ সাক্ষ্যে নেই কোনো সংশয়। আমার এ বিশ্বাসে নেই কোনো প্রতারণা কিংবা কপটতার আবহ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি উম্মাহর রহমত ও রাহবার। তাঁর ভক্তকুলের জন্যে আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ। তবে তিনি প্রবৃত্তিপূজারীদের জন্যে মূর্তিমান আতঙ্ক! আল্লাহ তাঁর প্রতি বর্ষণ করুন একান্ত অনুকম্পা, অনাবিল শান্তি। সন্তুষ্ট হোন তাঁর অভিজাত পরিবারবর্গের প্রতি এবং হেদায়েতের তারকারাজি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি, যাঁরা পৃথিবীর বুকে সত্যের আলো জ্বেলে অসত্যের কালোকে বিদূরিত করেছেন।

হামদ-সালাতের পর...

আল্লাহ যাদের রক্ষা করেছেন তারা ব্যতীত, আজ গোটা জাতি টেলিভিশন ও তার সহোদর ভিডিও-প্রযুক্তির নেশায় মেতে আছে। তা অপছন্দ করা দূরের কথা, বরং তার প্রতি প্রবল আসক্ত হয়ে তাতে জড়িয়ে পড়েছে, খুলে দিয়েছে মনের দুয়ার। যেন তারা আঁকড়ে ধরেছে টিভির আঁচল, ঝুলে রয়েছে এর লেজ ধরে! মন্দ কর্মকে শয়তান তাদের সামনে রূপ-সৌন্দর্যের মুখোশ পরিয়েছে। তাতে প্রদর্শিত বিষয়াবলির পেছনের উদ্দেশ্য কী—তা থেকে মানুষ চরম উদাসীন। সেই ফুরসত কি তাদের

আছে? বরং তারা সেসব চ্যানেল নিয়েই মেতে থাকে—যা নষ্ট করে তাদের দীনকে, পরকালীন অনন্ত জীবনকে। পার্থিব জীবনেও বয়ে আনে সমূহ অকল্যাণ। অথচ তারা মনে করে, তারাই সৎকর্মপরায়ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন,

مَثَلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِيْ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا»، قَالَ: «فَذَلِكُمْ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُوْنِيْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا.

'আমি সেই ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালায়। যখন চারপাশ আলোকিত হয়, কীট-পতঙ্গ এবং যা সাধারণত আগুনে পড়ে, আগুনে পড়তে থাকে। সেই ব্যক্তি তাদের বাধা প্রদান করতে থাকে। কিন্তু কীট-পতঙ্গ তাকে পরাজিত করে এবং আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি ও কীট-পতঙ্গ—আমি ও তোমাদের মতো। আমি তোমাদের জামার কলার ধরে 'আগুন থেকে ফিরে এসো, আগুন থেকে ফিরে এসো' বলে টেনে আনি। অতঃপর তোমরা আমাকে পরাজিত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ো!'[১]

টেলিভিশন যোগাযোগের সবচেয়ে শক্তিমান, সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যম এতে কারও দ্বিমত নেই। শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি, এ দু'ইন্দ্রীয় তাতে একযোগে কাজ করে। তা দর্শককে এক প্রকার বেঁধেই রাখে! তখন সে অন্য কোনো কাজ করার সুযোগই পায় না। সুমিষ্ট কণ্ঠের জীবন্ত ছবি কত দূর থেকে তার সামনে প্রদর্শিত হয়, আর সে আরামদায়ক সোফায় হেলান দিয়ে বসে থাকে বা নরম বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে! তাই টেলিভিশনের প্রভাব ব্যক্তিক চিন্তাধারার গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে যায় জীবনাদর্শ, মানবিক সম্পর্ক, সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ ব্যক্তিত্ব নির্ণায়ন, মূল্যবোধ ও নবযোগে মন-মানস গঠনের উন্মুক্ত প্রান্তরে। এমনকি এখন মানুষ সত্যিই টিভির ধর্মেই চলে!

---

১. *মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী*, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৭৮৯, হাদীস : ১৮ (২২৮৪), হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

হ্যাঁ! এই... এই প্রযুক্তিই আজ আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। ঘরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানে তা গেড়ে অবস্থান নিয়েছে। ঘর-দোর, মাদরাসা-স্কুল আজ এর দাপট-কর্তৃত্বে হেয়প্রতিপন্ন। টিভির কম্পমান পর্দার সামনে বসা দর্শকদের দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সে তার আহত পা সোজা করে স্থির দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের শিক্ষা-দিক্ষার লাগাম নিয়ন্ত্রণে নেয়!

অতঃপর আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে ফেতনার আরেক দিগন্ত ভিডিও-প্রযুক্তি। তাও একমাত্র প্রবৃত্তিপূজার জন্যেই আবিষ্কৃত।

এরপর মানব শয়তানরা অবারিত করেছে আরও এক ফেতনা-দিগন্ত, যা টেলিভিশন ও তার দুষ্টু জমজ ভিডিওকেও হার মানায়, যাকে বলে লাইভ বা সরাসরি সম্প্রচার। এ-যে অত্যন্ত ক্ষতিকর সমাজবিধ্বংসী প্রযুক্তি তাতে বিজ্ঞজনদের কোনো দ্বিমত নেই। কারণ, এ-প্রযুক্তিই আজ সারা বিশ্বে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে মানুষের হাতের নাগালে এনে দিয়েছে। দুষ্টু মানুষও সেই লাইভ প্রযুক্তিকে বরণ করে নেয় উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে, তুমুল করতালি দিয়ে! তাদের যত অযাচিত আকাঙ্ক্ষা ও নিষিদ্ধ বাসনা আছে সবই সম্পৃক্ত করে দেয় এর সাথে। আল্লাহ তাআলা কতই না সুন্দরভাবে সেসব মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন!

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۲۴ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۲۵

‘তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি।’[১]

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ২৪–২৫